বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১২-২০১৩

প্রথম খন্ড

[শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০০৯-২০১২ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ২০০৭-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।]

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম / বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১		বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২		মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩		প্রথম অধ্যায়	১
৪		অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
৫		অডিট বিষয়ক তথ্য	৪-৬
৬		ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৭
৭		অনিয়ম ও ক্ষতির কারণ	৭
৮		অডিটের সুপারিশ	৭
৯		দ্বিতীয় অধ্যায়	৯
	শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঃ		
	১.	বিভিন্ন পরিশোধিত বিল এবং স্থাপনা ভাড়ার উপর নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১৩
	২.	বিভিন্ন পরিশোধিত বিল হতে নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১৪
	৩.	বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তহবিল হতে বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যক্তি আয়কর পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৫
	৪.	বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় ও ডরমিটরীতে বসবাস করা সত্ত্বেও নির্ধারিত হারে বাড়ী ভাড়া এবং ডরমিটরী ভাড়া কর্তন না করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৬
	৫.	বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজের তহবিল হতে শিক্ষক কর্মচারীদের আবাসিক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৭
	৬.	বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রয়লব্দ অর্থের ৪০% বিধি মোতাবেক সংস্থার তহবিলে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৮
	৭.	পরীক্ষাখাতে আদায়কৃত অর্থের ১৫% সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৯
	৮.	বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে বিধি বহির্ভূতভাবে বই ভাতা পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	২০
	৯.	বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কর্তৃক অনিয়মিতভাবে ব্যক্তিগত ভাতা গ্রহণ এবং মূল বেতনের সাথে ব্যক্তিগত ভাতা যোগ করে বাড়ীভাড়া ভাতা গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি।	২১
	১০.	বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে যাতায়াত ভাতা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।	২২
	১১.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ বিধি মোতাবেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাষ্ট তহবিলে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি।	২৩
	১২.	বিলের চেয়ে বেশী টাকার চেক ইস্যু করায় আর্থিক ক্ষতি।	২৪
	১৩.	উচ্চতর শিক্ষা শেষে চাকুরীতে যোগদান না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বেতন ভাতাদি পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	২৫
	১৪.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিধি বহির্ভূতভাবে গবেষণা ভাতা নামে শিক্ষকগণকে পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	২৬
	১৫.	টেষ্টিং ফি-এর অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা না করে নিজেদের মধ্যে বন্টন করায় আর্থিক ক্ষতি।	২৭
	১৬.	শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন বাবদ শিক্ষা বোর্ডসমূহ হতে সংগৃহিত অব্যয়িত টাকা কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি।	২৮
	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ঃ		২৯
	১৭.	উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ঢেউটিন ক্রয়কালে দরপত্র মূল্যের উপর প্রযোজ্য হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৩১
	১৮.	কার্যাদেশ ও চুক্তি বহির্ভূতভাবে ঠিকাদারকে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি।	৩২
	১৯.	সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হতে ঢেউটিন ক্রয় না করায় আর্থিক ক্ষতি।	৩৩
	২০.	নিরীক্ষা যোগ্য রেকর্ড পত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।	৩৪
	২১.	প্রকৃত ব্যবসায়ী ও সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হতে কম্বল ক্রয় না করার ফলে আর্থিক ক্ষতি।	৩৫
১০		**মহাপরিচালকের স্বাক্ষর**	৩৫

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(মাসুদ আহমেদ)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

তারিখ ঃ ১৬/০৩/১৪২৩ বঙ্গাব্দ

৩০/০৬/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২০০৯-২০১২ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ২০০৭-২০১২অর্থ বছরের বার্ষিক হিসাব জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট ১৬ (ষোল)টি অনুচ্ছেদের বিপরীতে জড়িত **৪২,৮৬,৯৫,২৪৬/-** (বিয়াচল্লিশ কোটি ছিয়াশি লক্ষ পঁচানব্বই হাজার দুইশত ছেচল্লিশ মাত্র) টাকা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মোট ৫ (পাঁচ)টি অনুচ্ছেদের বিপরীতে জড়িত ৬১,৮৪,৩১,৯৮০/- (একষট্টি কোটি চুরাশি লক্ষ একত্রিশ হাজার নয়শত আশি মাত্র) টাকা সর্বমোট (৪২,৮৬,৯৫,২৪৬+ ৬১,৮৪,৩১,৯৮০)= ১০৪,৭১,২৭,২২৬/- (একশত চার কোটি একাত্তর লক্ষ সাতাশ হাজার দুইশত ছাব্বিশ) টাকার আলোচ্য বার্ষিক অডিট রিপোর্টটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনায়নের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বরাবর AIR ইস্যু, ০২/০৩/২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৪/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু, ১৭/০৪/২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ১০/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে তাগিদপত্র প্রদান এবং ২২/০৬/২০১১খ্রিঃ হতে ২৭/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা উল্লিখিত সময়ের সমস্ত কার্যক্রমের আংশিক প্রতিফলন মাত্র। অর্থাৎ এ প্রতিবেদনের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলার পুর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করাও সম্ভব।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ জাকির হোসেন খোন্দকার)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

তারিখ ঃ ০৬/০৩/১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২০/০৬/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	২	৩
	শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঃ	
১.	বিভিন্ন পরিশোধিত বিল এবং স্থাপনা ভাড়ার উপর নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১,৬১,৬৬,৩৫৩/-
২.	বিভিন্ন পরিশোধিত বিল হতে নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	২২,৩৫,৪৫৮/-
৩.	বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তহবিল হতে বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যক্তি আয়কর পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি ।	১১,১৮,৬৮,৭৩৫/-
৪.	বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় ও ডরমিটরীতে বসবাস করা সত্ত্বেও নির্ধারিত হারে বাড়ী ভাড়া এবং ডরমিটরী ভাড়া কর্তন না করায় আর্থিক ক্ষতি।	১০,১৬,৩৬,৮৪৯/-
৫.	বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজের তহবিল হতে শিক্ষক কর্মচারীদের আবাসিক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২,০২,১৮,৬৪৮/-
৬.	বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রয়লব্দ অর্থের ৪০% বিধি মোতাবেক সংস্থার তহবিলে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি।	৯,৪৫,৪৫,১৭৪/-
৭.	পরীক্ষাখাতে আদায়কৃত অর্থের ১৫% সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১১,০৮,৩৮৫/-
৮.	বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে বিধি বহির্ভূতভাবে বই ভাতা পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৩১,৮২,৯৩২/-
৯.	বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কর্তৃক অনিয়মিতভাবে ব্যক্তিগত ভাতা গ্রহণ এবং মূল বেতনের সাথে ব্যক্তিগত ভাতা যোগ করে বাড়ীভাড়া ভাতা গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৩২,০৬,১৪৮/-
১০.	বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে যাতায়াত ভাতা প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।	২৯,৯৬,৬৫০/-
১১.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ বিধি মোতাবেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাষ্ট তহবিলে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি।	৬৪,৫৫,৯২৬/-
১২.	বিলের চেয়ে বেশী টাকার চেক ইস্যু করায় আর্থিক ক্ষতি।	৬,৩৪,৪৩৩/-
১৩.	উচ্চতর শিক্ষা শেষে চাকুরীতে যোগদান না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বেতন ভাতাদি পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৪৫,৭৫,৪৫৫/-
১৪.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিধি বহির্ভূতভাবে গবেষণা ভাতা নামে শিক্ষকগণকে পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৮৮,৪১,০০০/-
১৫.	টেষ্টিং ফি-এর অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা না করে নিজেদের মধ্যে বন্টন করায় আর্থিক ক্ষতি।	১,২৩,৭৯,৭৩১/-
১৬.	শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন বাবদ শিক্ষা বোর্ডসমূহ হতে সংগৃহিত অব্যয়িত টাকা কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি।	৩,৮৬,৪৩,৩৬৯/-
	মোট =	**৪২,৮৬,৯৫,২৪৬/-**
	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ঃ	
১৭.	উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ঢেউটিন ক্রয়কালে দরপত্র মূল্যের উপর প্রযোজ্য হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৯,৯১,৪০,৩৫৫/-
১৮.	কার্যাদেশ ও চুক্তি বহির্ভূতভাবে ঠিকাদারকে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি।	৪১,১৬,১৪৭/-
১৯.	সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হতে ঢেউটিন ক্রয় না করায় আর্থিক ক্ষতি।	৫,৩৫,২৯,৫০৮/-
২০.	নিরীক্ষা যোগ্য রেকর্ড পত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।	৪৫,৮৫,৯০,৪২৩/-
২১.	প্রকৃত ব্যবসায়ী ও সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হতে কম্বল ক্রয় না করার ফলে আর্থিক ক্ষতি।	৩০,৫৫,৫৪৭/-
	মোট =	**৬১,৮৪,৩১,৯৮০/-**
	সর্বমোট =	**১০৪.৭১.২৭.২২৬/-**

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর ঃ ২০০৯-২০১২।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিম্ন বর্ণিত ২৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়, ০৫ টি শিক্ষা বোর্ড, ০৫ টি কলেজ, ০৪টি ইনস্টিটিউট, ১টি মাদ্রাসা ও ০১টি বিদ্যালয়সহ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	আর্থিক সন	অডিটের সময়কাল		এপি'র জারীর তারিখ	এপি'র তাগিদপত্র জারীর তারিখ	ডিও জারীর তারিখ
			হতে	পর্যন্ত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	২০০৮-১২	২৬/০৮/১২	০৩/০৯/১২	২৪/১০/১৩	২০/০১/১৩	০৮/০৪/১৩
২.	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।	২০১১-১২	০৬/১১/১২	১৫/১১/১২	২০/০২/১৩	৩১/০৩/১৩	২১/০৭/১৩
৩.	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	২০০৯-১০	৩০/১১/১০	২৩/১২/১০	০২/০৩/১১	১৭/০৪/১১	২২/০৬/১১
৪.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	২০০৯-১১	৩১/০৭/১১	২৪/০৮/১১	৩০/০১/১২	২০/০৩/১২	১০/০৪/১২
		২০১১-১২	০১/১২/১২	১৭/০১/১৩	০৫/০৩/১৩	২২/০৪/১৩	২১/০৭/১৩
৫.	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।	২০১০-১১	২৯/০৩/১২	২৫/০৪/১২	১৩/০৮/১২	২৬/০৯/১২	১১/১১/১২
		২০১১-১২	৩০/০৯/১২	০৬/১১/১২	০২/০১/১৩	২০/০২/১৩	২১/০৭/১৩
৬.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।	২০০৯-১১	০৮/০৪/১২	২৪/০৪/১২	০৫/০৮/১২	১৭/০৯/১২	১৫/১০/১২
		২০১১-১২	৩১/১১/১২	৩১/১২/১২	০৭/০৩/১৩	২২/০৪/১৩	২১/০৭/১৩
৭.	জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।	২০০৯-১০	২৫/০৭/১০	১৯/০৮/১০	২৬/০৪/১১	১২/০৬/১১	২৪/০৮/১১
		২০১০-১২	২৯/০৯/১২	০৫/১১/১২	২০/০২/১৩	২০/০২/১৩	২১/০৭/১৩
৮.	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	২০০৮-১০	০৪/০৯/১০	২২/০৯/১০	০২/০৩/১১	১৭/০৪/১১	২২/০৬/১১
		২০১১-১২	১৯/১২/১২	১৭/০১/১৩	২০/০২/১৩	৩১/০৩/১৩	১৩/০৬/১৩
৯.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।	২০০৯-১১	০৬/০৩/১২	০৩/০৪/১২	০২/০৯/১২	১০/১০/১৩	১২/১২/১২
		২০১১-১২	১৩/১১/১২	১৯/১২/১২	০৩/০১/১৩	৩১/০৩/১৩	২১/০৭/১৩
১০.	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।	২০০৮-১২	০১/১০/১২	২৩/১০/১২	১৬/০১/১৩	০৩/০৩/১৩	২১/০৭/১৩
১১.	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।	২০০৯-১১	১৬/১১/১১	০৮/১২/১১	৩০/০৮/১২	১০/১০/১২	১২/১২/১২
		২০১১-১২	২৬/০৮/১২	২২/০৯/১২	০৭/০৩/১৩	০৭/০৫/১৩	২১/০৭/১৩
১২.	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।	২০১০-১২	২২/১২/১২	১৭/০১/১৩	০৭/০৩/১৩	০৭/০৫/১৩	১০/০৬/১৩
১৩.	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।	২০১১-১২	১৯/১২/১২	১২/০১/১৩	০৩/০৩/১৩	২২/০৪/১৩	২৫/০৭/১৩
১৪.	হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।	২০০৯-১০	০১/১২/১০	০৩/০১/১১	০২/০৩/১১	০৭/০৪/১১	২২/০৬/১১
		২০১০-১১	১৫/০৪/১২	১৩/০৫/১২	১০/০৮/১২	১৬/১০/১২	১২/১২/১২
১৫.	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দুমকি, পটুয়াখালী।	২০১১-১২	২৭/০৯/১২	২৫/১০/১২	২৬/১২/১২	২০/০২/১৩	১৩/০৬/১৩
১৬.	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাংগাইল।	২০১০-১২	০২/০১/১৩	১৭/০১/১৩	০৩/০৩/১৩	২২/০৪/১৩	২১/০৭/১৩
১৭.	ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।	২০১০-১১	১৯/০২/১২	১১/০৩/১২	১৪/১০/১২	০৭/১১/১২	০৩/০১/১৩
		২০১১-১২	১১/১০/১২	০৪/১১/১২	০৩/০১/১৩	২০/০২/১৩	২১/০৭/১৩

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	আর্থিক সন	অডিটের সময়কাল		এপি'র জারীর তারিখ	এপি'র তাগিদপত্র জারীর তারিখ	ডিও জারীর তারিখ
			হতে	পর্যন্ত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮.	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।	২০০৯-১২	১২/১২/১২	৩১/১২/১২	০৭/০৩/১৩	২২/০৪/১৩	২১/০৭/১৩
১৯.	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।	২০০৭-১২	০৮/১১/১২	২৯/১১/১২	২০/০২/১৩	৩১/০৩/১৩	২১/০৭/১৩
২০.	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী	২০০৯-১০	০২/১১/১০	২৪/১১/১০	০২/০৩/১১	১৭/০৪/১১	২২/০৬/১১
২১.	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা।	২০১০-১২	২৬/০৮/১২	১৩/০৯/১২	০৫/১১/১২	৩১/১২/১২	২৫/০৩/১৩
২২.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ।	২০০৯-১২	০২/০১/১৩	১৭/০১/১৩	০৭/০৩/১২	২২/০৪/১৩	২১/০৭/১৩
২৩.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর।	২০০৯-১১	০৪/১২/১১	২৯/১২/১১	১০/০৫/১২	০৪/০৭/১২	০৮/০৮/১২
		২০১১-১২	০৪/০৯/১২	২৬/০৯/১২	২৬/১২/১২	২০/০২/১৩	১৩/০৬/১৩
২৪.	শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।	২০১১-১২	২৭/১১/১২	২০/১২/১২	২০/০২/১৩	৩১/০৩/১৩	২১/০৭/১৩
২৫.	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	২০০৯-১০	০২/১১/১০	২৩/১২/১০	০৬/০৪/১১	১৬/০৫/১১	০১/০৬/১১
		২০১০-১১	০৫/১২/১১	২৯/১২/১১	৩১/০৭/১২	১৭/০৯/১২	১৫/১০/১২
		২০১১-১২	২০/০৯/১২	২৮/১০/১২	২০/০১/১৩	০৩/০৩/১৩	১৩/০৬/১৩
২৬.	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারী ও এনিম্যাল সাইয়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়, খুলশী, চট্টগ্রাম।	২০০৯-১১	১৪/১২/১১	২৯/১২/১১	২২/০৩/১২	২৬/০৪/১২	১৭/০৬/১২
২৭.	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।	২০১০-১১	১৯/০৫/১২	২১/০৫/১২	১৬/১০/১২	০৭/১১/১২	০৩/০১/১৩
		২০১১-১২	২১/০৩/১৩	০৮/০৪/১৩	২৯/০৫/১৩	১০/০৭/১৩	০৪/০৮/১৩
২৮.	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী।	২০১০-১২	২১/০৩/১৩	০৮/০৪/১৩	২৮/০৫/১৩	০৯/০৭/১৩	০৪/০৮/১৩
২৯.	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা।	২০১১-১২	২২/০৪/১৩	০৬/০৫/১৩	১০/০৬/১৩	৩০/০৭/১৩	২৫/০৮/১৩
৩০.	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর।	২০১১-১২	২৭/০৩/১৩	১১/০৪/১৩	২৮/০৫/১৩	০৯/০৭/১৩	০৪/০৮/১৩
৩১.	বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।	২০১১-১২	১৫/০৯/১৩	৩০/০৯/১৩	১৬/০১/১৩	০৩/০৩/১৩	১৩/০৬/১৩
৩২.	বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি, ঢাকা।	২০১১-১২	২৪/০২/১৩	২৮/০২/১৩	১২/০৫/১৩	২৬/০৬/১৩	২৫/০৭/১৩
৩৩.	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক, ঢাকা।	২০১০-১২	০৪/০৩/১৩	০৯/০৩/১৩	১২/০৫/১৩	২৬/০৬/১৩	২৫/০৭/১৩
৩৪.	সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।	২০১১-১২	১১/০৩/১৩	২০/০৩/১৩	০৮/০৫/১৩	০৬/০৬/১৩	২১/০৭/১৩
৩৫.	পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ, পাবনা।	২০০৯-১২	১৯/০৩/১৩	২৫/০৩/১৩	০৫/০৫/১৩	২৩/০৬/১৩	২৫/০৭/১৩
৩৬.	সরকারি আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ।	২০১১-১২	০৪/১১/১২	১৩/১১/১২	১৯/০২/১৩	২৮/০৩/১৩	২২/০৫/১৩
৩৭.	সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ।	২০১১-১২	০৩/০৯/১২	১২/০৯/১২	১৯/১১/১২	২০/০১/১৩	০৮/০৪/১৩

ক্রমিক নং	অফিসের নাম	আর্থিক সন	অডিটের সময়কাল		এপি'র জারীর তারিখ	এপি'র তাগিদপত্র জারীর তারিখ	ডিও জারীর তারিখ
			হতে	পর্যন্ত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৮.	রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রংপুর।	২০১১-১২	২৫/০৫/১৩	২৯/০৫/১৩	০৭/০৭/১৩	২০/০৮/১৩	২৭/১১/১৩
৩৯.	রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।	২০১১-১২	১৬/০৪/১৩	২১/০৪/১৩	০৪/০৭/১৩	২০/০৮/১৩	২৭/১১/১৩
৪০.	ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ঢাকা।	২০১১-১২	০৯/০৫/১৩	১৪/০৫/১৩	১৬/০৬/১৩	১৬/০৭/১৩	০৪/০৮/১৩
৪১.	টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর।	২০১০-১২	৩০/০৫/১৩	০৩/০৬/১৩	০২/০৭/১৩	২০/০৮/১৩	২৭/১১/১৩
৪২.	ধানমন্ডি গভঃ বয়েজ হাই স্কুল, ঢাকা।	২০০৯-১২	০৯/০৪/১৩	১৩/০৪/১৩	১৯/০৫/১৩	২৪/০৬/১৩	২৫/০৭/১৩

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঃ

নিরীক্ষার প্রকৃতিঃ ঃ নিয়মানুসরণ নিরীক্ষা (Compliance Audit)।

নিরীক্ষার সময় ঃ জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৩

আধাসরকারি পত্র নম্বর ও তারিখ ঃ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্মারকে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বরাবরে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়েছে ।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমূনায়নের মাধ্যমে ভাউচার পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন ঃ

অডিট সম্পাদন ঃ স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের বিভিন্ন নিরীক্ষা দলের সদস্যগণ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন ঃ জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ-২, উপ-পরিচালক

রিপোর্টের তত্ত্বাবধান ঃ জনাব কমলেশ চন্দ্র রায়, পরিচালক।

রিপোর্টের সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ মহাপরিচালক।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ কমপ্লায়েন্স অডিট।

নিরীক্ষার সময় ঃ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত।

আধাসরকারি পত্র নম্বর ও তারিখ ঃ ৯৮/ডিপি/রির্পোট/২০১১-১২/২৯৮ তাং-২১/৭/১৩খ্রিঃ।

অডিট পদ্ধতি ঃ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনায়নের মাধ্যমে ভাউচার পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন ঃ

অডিট সম্পাদন ঃ স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা দলের সদস্যবৃন্দ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন ঃ জনাব এ এস এম সোহরাব হোসেন, উপপরিচালক।

রিপোর্টের তত্ত্বাবধান ঃ জনাব মোঃ নাজমুল আলম, পরিচালক।

রিপোর্টের সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ মহাপরিচালক।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- সরকারি বিধি বিধান অনুসরণ না করা।
- কর্তৃপক্ষের দুর্বল মূল্যায়ন ও তদারকি।
- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
- পূর্ববর্তী অডিট আপত্তিসমূহের উপর গুরুত্বারোপ না করা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করা।
- অতিরিক্ত হারে বিভিন্ন ভাতা/দাবী পরিশোধ।
- সংস্থার আয় যথাযথভাবে হিসাবভূক্ত না করা।
- প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি খাতে জমা প্রদান না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- সরকারি বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় শৈথিল্য।
- সরকারি অর্থ আদায় ও জমাদানের বিষয়ে শিথিলতা।
- প্রাপ্ত রাজস্ব অনুমোদনবিহীনভাবে ব্যয়।
- আয়কর ও ভ্যাট কর্তন ও জমাদানের বিষয়ে উদাসীনতা প্রদর্শন।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- সরকার নির্ধারিত হার অনুযায়ী সকল ব্যয় নির্বাহ করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- সরকারি বিধি বিধান,আদেশ নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন এবং তদানুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সরকারি রাজস্ব আদায় এবং জমাদানের বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন।
- বরাদ্দ প্রাপ্ত অর্থ সঠিক খাতে ব্যয়ের বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান।
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যাপারে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ।
- পিপিআর/২০০৮ অনুসরণ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০১॥

শিরোনাম ঃ **বিভিন্ন পরিশোধিত বিল এবং স্থাপনা ভাড়ার উপর নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ১,৬১,৬৬,৩৫৩/-টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৪টি বিশ্ববিদ্যালয় ৪টি শিক্ষা বোর্ড, ২টি কলেজ, ২টি ইনস্টিটিউট এবং ১টি মাদ্রাসা এর ২০০৯-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় ক্যাশ, বিল-ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ড পত্র যাচাইয়ে লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন পরিশোধিত বিল এবং দোকান ভাড়া ও স্থাপনাদি ভাড়ার উপর নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায়/ কর্তনকৃত ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ১,৬১,৬৬,৩৫৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-১ (১) হতে ১(২৩)তে প্রদত্ত)।

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নং- এস আর ও নং- ১৭৩ আইন/২০০৪/৪১৯ মূসক, তারিখ:- ১০/০৬/২০০৪, এস আর ও নং- ০৯-আইন/২০১১/৫৮৩-মূসক, তারিখ:-০৯/০১/২০১১, এস আর ও নং-১০৫/আইন/২০০৯/৫১৩-মূসক, তারিখ:-১১/০৬/২০০৯ খ্রি:, এস আর ও নং-১৮২-আইন/২০১২/৬৪০-মূসক, তারিখ:-০৭/০৬/২০১২ খ্রি:, সাধারণ আদেশ নং-০৭/মূসক/২০১২, তারিখ:- ০৭/০৬/২০১২, সাধারণ আদেশ নং-৭/মূসক/২০১১ তারিখ:-১৮/০৮/২০১১খ্রি:, নথি নং ৬(৬) মূসক নীঃ ও বাঃ/২০১০/২৫৭ তারিখ:-২৭/০৭/২০১০খ্রি:, নথি নং- ১৪(৭) মূসক-বাস্তবায়ন সেবা ও আবঃ/২০০৭/১৩৬ তারিখ:-০২/০৯/২০০৯, সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখ:-১২/১১/২০১১খ্রি:, এস আর ও নং-২০১-আইন/২০১০/৫৫০-মূসক তারিখ:-১০/০৬/২০১০খ্রি:, নথি নং-৪(৫) মূসক বাস্তঃ সেবা ও আবঃ/৯৪/(অংশ-১)/২০১২ তারিখ:-১২/০৭/২০০৯খ্রি:, এস আর ও নং-০৮-আইন/২০১১/৫৮৪-মূসক তারিখ:-০৯/০১/২০১১খ্রি:, এস আর ও নং-১৬৯-আইন/২০০৪/৪১৫-মূসক, তারিখ:-১০/০৬/২০০৪খ্রি:, মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১-এর ধারা ৬-এর উপধারা ৪(খ) মোতাবেক নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি কিংবা কম কর্তন করা হয়েছে ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ
- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, শিক্ষা বোর্ড, কলেজ ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে যথাসময়ে সরকারি আদেশ না পাওয়ায় ভ্যাট কর্তন করা হয়নি কিংবা পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে ভ্যাট কর্তনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ
- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব যথাযথ নয়। কারণ সরকারি আদেশ না পাওয়ায় ভ্যাট কর্তন না করা বা কম কর্তন করার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ লংঘন করে পরিশোধিত বিলে ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। ইতোমধ্যে আপত্তিটি এপি হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ০২/০৩/২০১১ তারিখ হতে ২৪/১০/২০১৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করা হয় এবং ১৭/০৪/২০১১ তারিখ হতে ১০/১০/২০১৩ তারিখের মধ্যে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০১/০৬/১১ হতে ২৭/১১/১৩ তারিখের মধ্যে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ
- উক্ত অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত ১,৬১,৬৬,৩৫৩/- (এক কোটি একষট্টি লক্ষ ছিষট্টি হাজার তিনশত তিপান্ন মাত্র) টাকা আদায় করে উহা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০২॥

শিরোনাম ঃ **বিভিন্ন পরিশোধিত বিল হতে নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ২২,৩৫,৪৫৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৩টি শিক্ষা বোর্ড এবং ১টি স্কুলের ২০০৯-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্যাশ বহি, বিল-ভাউচার, বিল রেজিষ্টার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে লক্ষ্যে করা যায় বিভিন্ন বিল হতে সরকার নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করায় ২২,৩৫,৪৫৮/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-০২(১) হতে ২(৮)-তে প্রদত্ত)।

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫২ ও ৫৩ ধারা এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি-১৬, এস আর ও নং ৬-আইন/২০০২, তারিখঃ-০৫/০১/২০০২খ্রিঃ, এস আরও নং-১৬০/ আইন/আয়কর/২০০৭, তারিখ-২৮/০৬/০৭ অনুযায়ী, এসআরও ২৬২-আইন/আয়কর/২০১০, তারিখ-০১/০৭/১০ মোতাবেক নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন করা হয়নি কিংবা কম কর্তন করা হয়েছে ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ
- ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় ৩ টি শিক্ষা বোর্ড ও ১টি স্কুলের জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে যথাসময়ে সরকারি আদেশ না পাওয়ায় আয়কর কর্তন করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে আয়কর কর্তনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ
- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব যথাযথ নয়। কারণ আলোচ্য ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ মোতাবেক আয়কর কর্তন / আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। অত্র কার্যালয় হতে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ০২/০১/২০১৩ তারিখ হতে ১০/০৬/২০১৩ তারিখের মধ্যে অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ২০/০২/২০১৩ তারিখ হতে ৩০/০৭/২০১৩ তারিখের মধ্যে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১১/১১/১২ হতে ০৪/০৮/১৩ তারিখের মধ্যে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ
- উক্ত অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত ২২,৩৫,৪৫৮/- (বাইশ লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার চারশত আটান্ন মাত্র) টাকা আদায় করে উহা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০৩ ॥

শিরোনাম ঃ **বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তহবিল হতে বিধিবহির্ভূতভাবে ব্যক্তি আয়কর পরিশোধ করায় ১১,১৮,৬৮,৭৩৫/- টাকা আর্থিক ক্ষতি ।**

বিবরণ ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১টি শিক্ষা বোর্ড ও ১টি কলেজের ২০০৯-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় বিল-ভাউচার, ক্যাশ বহি, বেতন রেজিষ্টার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে লক্ষ্য করা যায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের তহবিল হতে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যক্তি আয়কর বাবদ অর্থ পরিশোধ করায় ১১,১৮,৬৮,৭৩৫/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-০৩ (১) হতে ৩(১৮)-তে প্রদত্ত)।

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের এস আর ও নং- ১৪১-আইন/২০১২/০৭/.০০.০০০০.১৬১. ০৭.০০১.১২.৯৮, তারিখ:-২৭/০৫/২০১২ খ্রিঃ মোতাবেক ০১/০৭/২০১১ তারিখ হতে সরকারি এবং স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী নিজস্ব আয় হতে ব্যক্তিগত আয়কর পরিশোধ করবেন। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত আদেশের লংঘন করে ব্যক্তিগত আয়কর সংস্থার তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়েছে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ০৭/০৮/২০১১ তারিখের আধা সরকারি পত্র নং- জারাবো/ আ:আ:বি:/কর-৭/০২/২০১১ (অংশ-১)/১৫৯ মোতাবেক ০১/০৭/২০১১ থেকে আয় বৎসর ২০১০-১১ (আয়কর বৎসর ২০১১-২০১২) হতে আয়কর মুক্ত সুবিধা বা সরকার থেকে আয়কর ফেরত দেয়ার সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ
- এ সম্পর্কিত নির্দেশনা/ প্রজ্ঞাপন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন হতে আর্থিক বছর এবং কর বছর শেষ হওয়ার পর পাওয়া যায়। ফলে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে অডিটের পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ
- স্থানীয় অফিসের জবাব স্বীকৃতিমূলক। এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন যথাসময়ে না পাওয়ার কারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি মর্মে প্রদান করা হয়েছে যা গ্রহণযোগ্য নয়। আপত্তিটি ০২/০৩/২০১১ তারিখ হতে ২৪/১০/২০১৩ তারিখের মধ্যে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ এবং ১৭/০৪/২০১১ তারিখ ১০/১০/২০১৩ তারিখের মধ্যে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০১/০৬/১১ হতে ২৫/০৭/১৩ তারিখের মধ্যে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ
- উক্ত অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত ১১,১৮,৬৮,৭৩৫/- (এগার কোটি আঠার লক্ষ আটষট্টি হাজার সাতশত পঁয়ত্রিশ মাত্র) টাকা আদায় করে উহা সংস্থার তহবিলে জমা দিয়ে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০৪॥

শিরোনাম ঃ **বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় ও ডরমিটরীতে বসবাস করা সত্ত্বেও নির্ধারিত হারে বাড়ী ভাড়া এবং ডরমিটরী ভাড়া কর্তন না করায় ১০,১৬,৩৬,৮৪৯/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১টি কলেজ ও ১টি ইনস্টিটিউট এর ২০০৯-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় বেতন ভাতাদি, পে-রেজিষ্টার এবং বিল-ভাউচার পর্যালোচনায় লক্ষ্য করা যায় যে শিক্ষক, কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসায় অথবা ডরমিটরীতে বসবাস করা সত্ত্বেও নির্ধারিত হারে বাড়ী ভাড়া/ডরমিটরী ভাড়া কর্তন না করায় ১০,১৬,৩৬,৮৪৯/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-০৪ (১) হতে ৪(১৭)-তে প্রদত্ত)।

- স্ব-শাসিত এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রযোজ্য জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৯ সম্পর্কিত অর্থ বিভাগের এস, আর, ও নং-২৫৯-আইন/২০০৯/অম/অবি(বাস্ত-১)/জাঃবেঃ স্কেল-৫/২০০৯/২৩৬ , তারিখ ঃ ০২-১২-২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ১৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) ও (৩) মোতাবেক সরকারি, স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের বাসায় বসবাস করলে বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রাপ্য নয় এবং ১নং হতে ১২নং স্কেল ভুক্তদের ক্ষেত্রে প্রাপ্য মূল বেতনের ৭.৫% এবং ১৩নং হতে ১৭নং স্কেল ভুক্তদের ক্ষেত্রে প্রাপ্য মূল বেতনের ৫% হারে বাড়ী ভাড়া কর্তনযোগ্য।

- একই এস,আর,ও এর উপ অনুচ্ছেদ (৫) এর ব্যাখ্যা মোতাবেক এবং মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের স্মারক নং-সিডি/ডিএ-২/১(৪)/৮৫-১১৬, তারিখঃ ৩০-০৪-১৯৮৬ মোতাবেক ডরমিটরীতে এক কক্ষে বসবাসের জন্য প্রাপ্য বাড়ী ভাড়া ভাতার ২৫% এবং এক কক্ষে একক সীটের জন্য প্রাপ্য বাড়ী ভাড়া ভাতার ১০% হারে ভাড়া কর্তনযোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ
- সিন্ডিকেট ও রিজেন্ট বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাড়ী ভাড়া ভাতা কর্তন ও প্রদান করা হয়েছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ
- আলোচ্য ক্ষেত্রে জাতীয় বেতন স্কেল এর অনুচ্ছেদ-১৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) ও (৩) এর বিধি অনুসারে বাড়ী ভাড়া ভাতা কর্তন করা হয়নি এবং কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অতিরিক্ত বাড়ী ভাড়া প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এ বিষয়ে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ০২/০৩/২০১১ তারিখ হতে ২৪/১০/২০১৩ তারিখের মধ্যে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হয় এবং ১৭/০৪/২০১১ তারিখ হতে ১০/১০/২০১৩ তারিখের মধ্যে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০১/০৬/১১ হতে ২৭/১১/১৩ তারিখের মধ্যে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত ১০,১৬,৩৬,৮৪৯/- (দশ কোটি ষোল লক্ষ ছত্রিশ হাজার আটশত উনপঞ্চাশ মাত্র) টাকা দায়ী শিক্ষক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট হতে আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০৫॥

শিরোনাম ঃ বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজের তহবিল হতে শিক্ষক কর্মচারীদের আবাসিক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করায় ২,০২,১৮,৬৪৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১টি কলেজ, ৩টি ইনস্টিটিউট ও ১টি মাদ্রাসার ২০০৯-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় বিল-ভাউচার, বিল রেজিষ্টার ও বিদ্যুৎ বিল রেজিষ্টার যাচাইয়ে লক্ষ্য করা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল ও কলেজের সরকারি তহবিল হতে শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আবাসিক কোয়ার্টারের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করায় ২,০২,১৮,৬৪৮/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-০৫ (১) হতে ৫(১২)-তে প্রদত্ত)।

- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পালনীয় আদেশ নং- বিমক/বাজেট-৪/২০১০-১১/৩৮৪৯ তারিখ:- ৩১/০৫/২০১১ এর অনুচ্ছেদ ৭ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যুৎ ব্যয়ের বিপরীতে ব্যবহারকারীগণের নিকট হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করে সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করতে হবে। এছাড়া কলেজ ও পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের সরকারি কোয়ার্টারে বসবাসকারীগণ বিদ্যুৎ বিল ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধ করবেন। প্রতিষ্ঠানের তহবিল হতে পরিশোধের অবকাশ নেই। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি।
- কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৬৯ (২৭)/২০১০-১১/৫৩৪(৩), তারিখ-২৭/০৪/২০১১ মোতাবেক বাজেট বরাদ্দ হতে আবাসিক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা যাবে না।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ
- বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন কলেজ ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কর্তৃক জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে উক্ত অর্থ জমা প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ
- আলোচ্য ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশনা লংঘন করে বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল হতে আবাসিক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা হয়েছে। অন্যদিকে সরকারী কলেজ ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কোয়ার্টারে বসবাসকারীগণের আবাসিক বিদ্যুৎ বিল বিধিবর্হিভূতভাবে সরকারি বরাদ্দ হতে পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। আপত্তিটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ২৬/১২/২০১২ হতে ০৭/০৭/২০১৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২০/০২/২০১৩ হতে ২০/০৮/২০১৩ তারিখের মধ্যে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৪/০৮/২০১১ হতে ২৭/১১/২০১৩ তারিখের মধ্যে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ
- আপত্তিকৃত ২,০২,১৮,৬৪৮/- (দুই কোটি দুই লক্ষ আঠার হাজার ছয়শত আটচল্লিশ মাত্র) টাকা দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে এবং সরকারি কলেজ/প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরকারি কোষাগারে জমা পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০৬॥

শিরোনাম ঃ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রয়লব্দ অর্থের ৪০% বিধি মোতাবেক সংস্থার তহবিলে জমা না করায় ৯,৪৫,৪৫,১৭৪/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৯-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রয়লব্দ অর্থের হিসাব ও এতদসংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে লক্ষ্য করা যায় ফরম বিক্রয়লব্দ অর্থের ৪০% অর্থ সংস্থার তহবিলে জমা না করায় ৯,৪৫,৪৫,১৭৪/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-০৬(১) হতে ৬(১১)-তে প্রদত্ত)।

- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর ১৯/০৫/২০১০খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-বিমক/বাজেট-৩(১)/২০০৯/৫৩৯৪ এবং ৩১/০৫/২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং- বিমক/বাজেট-৪/২০১০-১১/৩৮৪৯-এর (৯) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেনীতে ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রয়লব্দ অর্থের ৪০% বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা রাখার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণ না করায় উল্লেখিত আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ
- প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি এবং সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরীক্ষার কাজে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ
- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক ভর্তি ফরম বিক্রয়লব্দ অর্থের ৪০% অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা করা হয়নি। এ বিষয়ে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ০৭/০৩/২০১২ তারিখ হতে ০৭/০৩/২০১৩ তারিখের মধ্যে অগ্রিম অনুচ্ছেদ এবং ২৬/০৯/২০১২ তারিখ হতে ০৭/০৫/২০১৩ তারিখের মধ্যে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০১/০৬/১১ হতে ২১/০৭/১৩ তারিখের মধ্যে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত ৯,৪৫,৪৫,১৭৪/- (নয় কোটি পয়তাল্লিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশত চুয়াত্তর মাত্র) টাকা আদায় করে বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০৭॥

শিরোনাম ঃ **পরীক্ষাখাতে আদায়কৃত অর্থের ১৫% সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ১১,০৮,৩৮৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ৪টি কলেজ ও ২টি ইনস্টিটিউট এর ২০০৯-১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় কলেজ সমূহের পরীক্ষা খাতে আদায়কৃত অর্থের হিসাব যাচাইয়ে লক্ষ্য করা যায় উক্ত খাতে আদায়কৃত অর্থের মধ্যে পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অর্থের ১৫% অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ১১,০৮,৩৮৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-০৭(১) হতে ৭(৬)-তে প্রদত্ত)।

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং- শিম/অডিট সেল/ ১৪৯/২০০৪/৫৯২ তারিখ:- ১৯/১১/২০০৭ এর অনুচ্ছেদ ৪.৪ (ক) ও (গ) তফসিল অনুযায়ী পরীক্ষা খাতে আদায়কৃত অর্থ হতে পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অর্থের ১৫% সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট থেকে ভর্তির অর্থ দ্বারা যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয় না বিধায় ১৫% অর্থ জমা করা হয়নি। এ বিষয়ে যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে বিস্তারিত জবাব প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আলোচ্য ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের নির্দেশনা মোতাবেক পরীক্ষা খাতে আদায়কৃত অর্থের (পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয় বাদে অবশিষ্ট অর্থের) ১৫% সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। এ বিষয়ে সচিব , শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ১৯/০২/২০১৩ তারিখ হতে ০৭/০৭/২০১৩ তারিখের মধ্যে অগ্রিম অনুচ্ছেদ এবং ২৮/০৩/২০১৩ তারিখ হতে ২০/০৮/২০১৩ তারিখের মধ্যে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৫/০৭/১৩ হতে ২৭/১১/১৩ তারিখের মধ্যে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত ১১,০৮,৩৮৫/- (এগার লক্ষ আট হাজার তিনশত পঁচাশি মাত্র) টাকা দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমাপূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ০৮ ॥

শিরোনাম ঃ **বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে বিধি বহির্ভূতভাবে বই ভাতা পরিশোধ করায় ৩১,৮২,৯৩২/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এর ২০০৯-১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ভাতা বিল, বেতন রেজিষ্টার ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য রেকর্ড পত্র যাচাইয়ে লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকগণকে বিধি বহির্ভূতভাবে বই ভাতা প্রদান করায় ৩১,৮২,৯৩২/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট -৮(১) হতে ৮(৩)-তে প্রদত্ত)।

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শা-৮/৯/এস-৪৩/৮৫ (খন্ড)/৫৯৫, তারিখ-২০/১১/১৯৮৬ মোতাবেক ১২০০/- টাকা হারে বই ভাতা প্রাপ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের উক্ত আদেশ লংঘন করে সংস্থার তহবিল থেকে ২০০০/- টাকা হারে বই ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ
- বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে শিক্ষকগণকে বই ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ
- আলোচ্য ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের জন্য জারীকৃত জাতীয় বেতন স্কেল/০৯ এ উল্লেখিত ভাতাদি ব্যতিরেকে অন্যকোন ভাতা শিক্ষকগণ প্রাপ্য নয়। এক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে বিধি বহির্ভুতভাবে শিক্ষকগণকে বই ভাতা প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে সচিব , শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ০৩/০৩/২০১৩ তারিখ হতে ০৭/০৩/২০১৩ তারিখের মধ্যে অগ্রিম অনুচ্ছেদ এবং ২২/০৪/২০১৩ তারিখ হতে ০৭/০৫/২০১৩ তারিখের মধ্যে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০১/০৬/১১ হতে ২৫/০৭/১৩ তারিখের মধ্যে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ
- আপত্তিকৃত ৩১,৮২,৯৩২/- (একত্রিশ লক্ষ বিরাশি হাজার নয়শত বত্রিশ মাত্র) টাকা দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৯॥

শিরোনাম ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকর্তৃক অনিয়মিতভাবে ব্যক্তিগত ভাতা গ্রহণ এবং মূল বেতনের সাথে ব্যক্তিগত ভাতা যোগ করে বাড়ীভাড়া ভাতা গ্রহণ করায় ৩২,০৬,১৪৮/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর, কার্যালয়ের ২০১০-১১ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে বেতন-ভাতাদি, পে-রেজিস্টার এবং বিল যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ভাতা বাবদ ২৩,৭৪,৮০০/- টাকা এবং মূল বেতনের সাথে ব্যক্তিগত ভাতা যোগ করে বাড়ী ভাড়া ভাতা বাবদ ৮,৩১,৩৪৮/- টাকাসহ (২৩,৭৪,৮০০+৮,৩১,৩৪৮) = ৩২,০৬,১৪৮/- টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-০৯-তে প্রদত্ত)।
- স্ব-শাসিত এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রযোজ্য জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৯ সম্পর্কিত অর্থ বিভাগের এস, আর, ও নং-২৫৯-আইন/২০০৯/অম/অবি(বাস্ত-১)/জাঃবেঃ স্কেল-৫/২০০৯/২৩৬ , তারিখ ০২-১২-২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ১১(৫) মোতাবেক অনুচ্ছেদ ৬(১)(ঘ)-এ উল্লিখিত ব্যক্তিগত বেতন (পিপি) ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগত বেতন, ব্যক্তিগত ভাতা, অস্থায়ী ব্যক্তিগত ভাতা এবং অন্যান্য সকল অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধাদি, উহা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, জাতীয় বেতন স্কেল, ২০০৯ কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে রহিত হবে।
- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ কর্তৃক বিধিবহির্ভূতভাবে ব্যক্তিগত ভাতা গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত ভাতা মূলবেতনের সাথে যোগ করে বাড়ী ভাড়া ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- জবাব পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটিয়ে ব্যক্তিগত ভাতা ও ব্যক্তিগত ভাতা মূল বেতনের সাথে যোগ করে বাড়ী ভাড়া ভাতা গ্রহণ করা হয়েছে যা আদায়যোগ্য। এ বিষয়ে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ১০/০৮/২০১২ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ এবং ১৬/১০/২০১২ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২/০৬/১১ তারিখের মধ্যে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত ৩২,০৬,১৪৮/- (বত্রিশ লক্ষ ছয়হাজার একশত আটচল্লিশ মাত্র) টাকা সংস্থার তহবিলে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ১০॥

শিরোনাম ঃ **বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের প্রাপ্যতাবহির্ভূতভাবে যাতায়াত ভাতা প্রদান করায় ২৯,৯৬,৬৫০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিকস-এর ২০০৯-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে বেতন-ভাতাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে যাতায়াত ভাতা প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানগুলোর ২৯,৯৬,৬৫০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-১০(১) হতে ১০(৩)-তে প্রদত্ত) ।

- জাতীয় বেতন স্কেল-২০০৫ সম্পর্কিত অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়ের, এস, আর, ও নং-১১৯-আইন/২০০৫/অম/অবি(বাস্তঃ-১)/জাঃবেঃস্কেলঃ-১/২০০৫/৭৩, তারিখঃ ২৮/০৫/২০০৫ এর অনুচ্ছেদ ১৫(৩) অনুযায়ী ১১ নং স্কেল হতে ২০ নং স্কেলের আওতাধীন কোন ব্যক্তির কর্মস্থল ৮টি সিটি কর্পোরেশন বা পৌর এলাকায় অবস্থিত হলে তিনি ০১-০৭-২০০৬ তারিখ হতে মাসিক ১০০/- হারে যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য হবেন। জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ সম্পর্কিত অর্থবিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও নং ২৫৯-আইন/২০০৯/অম/অবি (বাস্তঃ-১)/জাঃ বেঃ স্কেল-৫/২০০৯/২৩৬, তারিখ-০২/১২/২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ১৪(২) অনুযায়ী সেক্ষেত্রে মাসিক ১৫০/- টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য হবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে কর্মস্থল উপরোল্লিখিত এলাকার বাইরে হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়েছে।
- অর্থ বিভাগের পত্র নং- এম এফ পি/এফ ডি (আই এম পি)-৪-ই-৪/৮৪/২২০, তারিখ-১৪/১০/১৯৮৬ মোতাবেক ক্যাম্পাসের বাসায় বসবাস করলে যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য নয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় জানায় যে, ১৯৯১-২০০১ নিরীক্ষা বৎসর সমূহে অনুরূপ আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের জবাব পাওয়া গেলে সে মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় জানায় যে, বিষয়টি এফসি/সিন্ডিকেটে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আরও জানায় যে, অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ
- জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৫ এর অনুচ্ছেদ ১৫(৩) এবং জাতীয়বেতন স্কেল/২০০৯ এর অনুচ্ছেদ ১৪(২) অনুযায়ী কর্মস্থল নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে হওয়ায় যাতায়াত ভাতা প্রাপ্য নয়। প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে যাতায়াত ভাতা প্রদান করায় আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক। এ বিষয়ে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ০২/০৩/২০১১ তারিখ হতে ১২/০৫/২০১২ তারিখের মধ্যে অগ্রিম অনুচ্ছেদ এবং ১৭/০৪/২০১১ তারিখ হতে ২৬/০৬/২০১৩ তারিখের মধ্যে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২/০৬/১১ তারিখ হতে ২৫/০৭/১৩ তারিখের মধ্যে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ
- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ২৯,৯৬,৬৫০/- (উনত্রিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার ছয়শত পঞ্চাশ মাত্র) টাকা সংশ্লিষ্ট তহবিলে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করা আবশ্যক। বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিকস সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় তাদেরকে আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষগারে জমা প্রদান করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নংঃ ১১ ॥

শিরোনাম ঃ **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ বিধি মোতাবেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাষ্ট তহবিলে জমা না করায় ৬৪,৫৫,৯২৬/-টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর কার্যালয়ের ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় প্রাসঙ্গিক নথি পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বোর্ডের আওতাধীন শিক্ষার্থীদের নিকট হতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ফি বাবদ আদায়কৃত ৬৪,৫৫,৯২৬/-টাকা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাষ্ট তহবিলে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-১১-তে প্রদত্ত)।

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এস আর ও নং ৪৬-আইন/২০১২, তারিখ-১৩/০২/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারিকৃত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাষ্ট আইন ২০১১এর ১০(খ) ধারা মোতাবেক দেশের সকল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিকট হতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ ট্রাষ্টের তহবিলে জমা করা বাধ্যতামূলক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিকট হতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ ট্রাষ্টের তহবিলে জমা প্রদানের সরকারি আদেশ প্রতিপালন করা হয়নি। এ বিষয়ে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাবর, ২৮/০৫/২০১৩ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ এবং ০৯/০৭/২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয়েছে এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে হতে ০৪/০৮/১৩ তারিখের মধ্যে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত ৬৪,৫৫,৯২৬/- (চৌষট্টি লক্ষ পঁঞ্চান্ন হাজার নয়শত ছাব্বিশ মাত্র) টাকা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাষ্ট তহবিলে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ১২ ॥

শিরোনাম	ঃ	বিলের চেয়ে বেশী টাকার চেক ইস্যু করায় ৬,৩৪,৪৩৩/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর এর ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে রাজস্ব এবং জি,পি,এফ খাতের বিল, ক্যাশবুক, বিল, ভাউচার এবং ব্যাংক বিবরণী যাচাই কালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন বিলের ক্ষেত্রে প্রকৃত দাবীর চেয়ে চেকের অংক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে (হিসাব নং- ২১৮ এবং ২৬৫৭, রূপালী ব্যাংক লিঃ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর শাখা) অনিয়মিতভাবে ৬,৩৪,৪৩৩/- টাকা অতিরিক্ত উত্তোলন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-১২" তে প্রদত্ত)। • প্রকৃত দাবীর চেয়ে চেকের অংক বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	• আপত্তিতে বর্ণিত টাকা আদায় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	• প্রকৃত দাবীর তুলনায় চেকের অংক বৃদ্ধি করে জালিয়াতির মাধ্যমে বর্ণিত অর্থ উত্তোলন করা হয়েছে যা আদায় করা আবশ্যক। এ বিষয়ে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ০২/০৩/২০১১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ এবং ০৭/০৪/২০১১ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২/০৬/১১ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	• উক্ত জালিয়াতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আপত্তিকৃত ৬,৩৪,৪৩৩/- (ছয় লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশত তেত্রিশ মাত্র) টাকা সংস্থার তহবিলে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ১৩ ॥

শিরোনাম	ঃ	উচ্চতর শিক্ষা শেষে চাকুরীতে যোগদান না করা সত্ত্বেও বেতন ভাতাদি বাবদ অনিয়মিতভাবে ৪৫,৭৫,৪৫৫/-টাকা পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার এর ২০০৯-২০১০ এবং খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর ২০০৭-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত নথি এবং বেতন রেজিষ্টার পার্যালোচনায় দেখা যায় যে, উচ্চতর শিক্ষার জন্য উচ্চ শিক্ষা তহবিল হতে গৃহীত অর্থ ফেরৎ না দেয়ায় এবং উচ্চতর শিক্ষা শেষে চাকরিতে চুক্তিশর্ত মোতাবেক যোগদান না করা সত্ত্বেও বেতন ভাতাদি বাবদ অনিয়মিতভাবে ৪৫,৭৫,৪৫৫/-টাকা পরিশোধ করা হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-১৩ (১) ও ১৩ (২)-তে প্রদত্ত)। • চুক্তি পত্র মোতাবেক ও রেজিষ্ট্রি বন্ড প্রদান করে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে কর্মস্থলে যোগদান না করা সত্ত্বেও উক্ত সময়ের বেতন-ভাতা পরিশোধ করায় এবং উচ্চতর শিক্ষা তহবিল হতে গৃহীত অর্থ ফেরৎ না দেয়ায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	• আপত্তিতে উল্লিখিত শিক্ষকদের দেনা পাওনার হিসাব চূড়ান্তকরণের বিষয় প্রক্রিয়াধীন আছে। পরবর্তীতে ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে বিস্তারিত জানানো হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	• উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ শেষে কর্মস্থলে যোগদান না করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণকে বিপুল পরিমাণ বকেয়া বেতন ভাতা প্রদান যথাযথ হয়নি। এ বিষয়ে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ২৬/০৪/২০১১ তারিখ হতে ২০/০২/২০১৩ তারিখের মধ্যে অগ্রিম অনুচ্ছেদ এবং ১২/০৬/২০১১ হতে ৩১/০৩/২০১৩ তারিখের মধ্যে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৪/০৮/১১ হতে ২১/০৭/১৩ তারিখের মধ্যে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	• আপত্তিকৃত ৪৫,৭৫,৪৫৫/-(পঁয়তাল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশত পঞ্চান্ন মাত্র) টাকা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/বন্ডদাতাদের নিকট হতে আদায়পূর্বক বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা করে নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

৫—

অনুচ্ছেদ নং ঃ- ১৪ ॥

শিরোনাম ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিধিবহির্ভূতভাবে গবেষণা ভাতা নামে শিক্ষকগণকে ৮৮,৪১,০০০/- টাকা পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় বেতন-ভাতাদি, রেজিষ্টার পর্যালোচনায় লক্ষ্য করা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ প্রতিমাসে ৫০০/- টাকা হারে সর্বমোট ৮৮,৪১,০০০/- টাকা অনিয়মিতভাবে গ্রহণ করেছেন (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-১৪-তে প্রদত্ত)।

- স্ব-শাসিত এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য প্রযোজ্য জাতীয় বেতন স্কেল/২০০৯ মোতাবেক গবেষণা ভাতা নামে অর্থ পরিশোধের কোন সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তা গ্রহণ করেছেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ
- কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রেজিষ্ট্রার মহোদয়ের ১০/০৭/২০০৬ তারিখের সার্কুলারের প্রেক্ষিতে গবেষণা ভাতা বাবদ প্রতিমাসে ৫০০/- টাকা করে পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন বা কোন প্রকার বিধি, দপ্তরাদেশ ব্যতিরেকে শুধু বিজ্ঞপ্তি জারী করে গবেষণা ভাতা প্রদান করা যথাযথ হয়নি। এ বিষয়ে সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ০৫/০৫/২০১৩ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ এবং ২২/০৪/২০১৩ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১০/০৪/১২ তারিখের মধ্যে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ
- আপত্তিকৃত ৮৮,৪১,০০০/- (আটাশি লক্ষ একচল্লিশ হাজার মাত্র) টাকা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট খাতে জমাকরে প্রমানকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ১৫ ॥

শিরোনাম ঃ **টেষ্টিং ফি-এর অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা না করে নিজেদের মধ্যে বন্টন করায় ১,২৩,৭৯,৭৩১/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ • রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-এর ২০০৯-১০ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কাগজপত্র, আদায়, রেজিষ্টার, ইত্যাদি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, রড, সিমেন্ট, বালু, মাটি, ইট, পাথর, পাইপসহ বিভিন্ন দ্রব্যাদি টেষ্টের জন্য বেসরকারি এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে টেষ্টিং ফিস আদায় করা হয়। আদায়কৃত অর্থ হতে ৫% ভ্যাট খাতে জমা করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা না করে মাত্র ২৫% অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে তহবিলে জমা করা হয়েছে এবং ৭৫% অর্থ ১,২৩,৭৯,৭৩১/- টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা না করে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয়া হয়েছে। (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-১৫ -তে প্রদত্ত)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ • নথি যাচাই করে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ • শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মধ্যে ৭৫% অর্থ বন্টনের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের কোন সিদ্ধান্ত নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি। সরকারি/আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের আয় সংশ্লিষ্ট তহবিলে জমাযোগ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি। আপত্তিটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ০৭/০৩/২০১৩ তারিখে প্রেরণ করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/০৪/২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১/০৭/১৩ তারিখের মধ্যে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ • আপত্তিকৃত টাকা ১,২৩,৭৯,৭৩১/- (এক কোটি তেইশ লক্ষ উনআশি হাজার সাতশত একত্রিশ মাত্র) টাকা আদায় পূর্বক বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা করে প্রমানকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ১৬ ॥

শিরোনাম ঃ **শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন বাবদ শিক্ষা বোর্ডসমূহ হতে সংগৃহিত অব্যয়িত ৩,৮৬,৪৩,৩৬৯/- টাকা কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০০৮-১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষা এতদসংক্রান্ত সংক্রান্ত নথিপত্র, ব্যাংক বিবরণী ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন বাবদ শিক্ষা বোর্ডসমূহ হতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত অর্থ সোনালী ব্যাংকের রমনা কর্পোরেট শাখায় চলতি হিসাব নং-৪৪২৬৩৩০০৬১৬৮-তে জমা করা হয়। পরবর্তীতে শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপনের সিদ্ধান্ত না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট তহবিলে ৩,৮৬,৪৩,৩৬৯/- টাকা অব্যয়িত থেকে যায়। উক্ত অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।

- ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন বাবদ শিক্ষা বোর্ডসমূহ হতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হয়। প্রচলিত আর্থিক বিধান মোতাবেক আর্থিক বছর শেষে অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ
- বিষয়টি যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করে যৌক্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ
- আপত্তির বিবরণ অনুযায়ী অব্যয়িত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক। আপত্তিটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে চিহ্নিত করে সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর ২৪/১০/২০১২ তারিখে প্রেরণ করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২০/০১/২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৮/০৪/১৩ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ
- আপত্তিকৃত ৩,৮৬,৪৩,৩৬৯/- (তিন কোটি ছিয়াশি লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার তিনশত উনসত্তর মাত্র) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমানকসহ নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদ নং ঃ ১৭ ॥

শিরোনাম ঃ **উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ঢেউটিন ক্রয়কালে দরপত্র মূল্যের উপর উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় ৯,৯১,৪০,৩৫৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-২০১২অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিল ও ভাউচার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, দরপত্রের মাধ্যমে ঢেউটিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এস আলম স্টীলস লিঃ, আসাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম হতে ঢেউটিন ক্রয়কালে দরপত্র মূল্য প্রতি মেঃ টন ১,৪৬,৫০০/-টাকার উপর প্রযোজ্য হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় ৯,৯১,৪০,৩৫৫/-টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ।(বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-১৬ -তে প্রদত্ত)।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর স্থায়ী আদেশ নং ৬/মূসক/৯২ তাং ২১/০১/১৯৯২ এবং নথি নং ৮(২) মূসক আইন ও বিধি/২০১১/২১৩ তাং ০৫/০১/১২ খ্রিঃ মোতাবেক যদি টেন্ডার মূল্য, ট্যারিফ মূল্যের চেয়ে বেশী হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত অতিরিক্ত মূল্যের উপর মূসক প্রযোজ্য হবে। এ ক্ষেত্রে সরবরাহকৃত পণ্যের উৎপাদন পর্যায়ে শুধু ট্যারিফ মূল্যের উপর ১৫% হারে মূসক প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু ট্যারিফ মূল্য এবং টেন্ডার মূল্যের পার্থক্যের উপর ১৫% হারে মূসক উৎসে কর্তন করা হয়নি।

ঢেউটিন উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এস আলম স্টীলস লিঃ কর্তৃক প্রতি মেঃ টনের ট্যারিফ মূল্য ৮,০০০/-টাকার উপর ১৫% হারে মূসক পরিশোধ করে মূসক-১১ চালান পত্রের বিপরীতে বর্ণিত পণ্য প্রতি মেঃ টন ১,৪৬,৫০০/-টাকা দরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা কে সরবরাহ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ নিরীক্ষার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতি মূলক। মূল্য সংযোজন কর আইন, বিধিমালা ১৯৯১ ও বর্ণিত আদেশ মোতাবেক উক্ত টাকা আদায় করা আবশ্যক। সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বর্ণিত অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৯,৯১,৪০,৩৫৫/-(নয় কোটি একানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার তিনশত পঞ্চান্ন মাত্র) টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ১৮ ॥

শিরোনাম ঃ কার্যাদেশ ও চুক্তি বহির্ভূতভাবে ঠিকাদারকে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৪১,১৬,১৪৭/-টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ঢেউটিন, কম্বল ইত্যাদি ত্রাণ সামগ্রী পরিবহনের বিভিন্ন বিল, ভাউচার ও চুক্তিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ত্রাণ সামগ্রী পরিবহনের কার্যাদেশ ও চুক্তি বহির্ভূতভাবে ঠিকাদারকে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৪১,১৬,১৪৭/-টাকা ক্ষতি । (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-১৭ -তে প্রদত্ত)।

মেসার্স সাম সিন্ডিকেট (প্রাঃ) লিঃ এর সাথে চুক্তিপত্র মোতাবেক আনলোডিং চার্জ প্রতি মেঃ টন কিউবিক মিটার চট্টগ্রাম শহরে সিএসডি গোডাউন এলাকায় ১/-টাকা হারে থাকা সত্ত্বেও যথাক্রমে ১৫৭/-টাকা প্রতি মেঃ টন এবং ১১৩/-টাকা প্রতি সিবিএম হারে প্রদান করা হয়। অন্যদিকে লোডিং ও আনলোডিং চার্জ এর মধ্যে শ্রমিক মজুরী, ট্রাকিং এন্ড কাউন্টিং ইত্যাদি চার্জ অন্তর্ভূক্ত থাকা সত্ত্বেও শ্রমিক মজুরী এবং ট্রাকিং ও কাউন্টিং বাবদও অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

মেসার্স সাম সিন্ডিকেট (প্রাঃ) লিঃ এর সহিত চুক্তি পত্র মোতাবেক, চট্টগ্রাম থেকে চিনি পরিবহন করে কক্সবাজার পৌঁছানোর জন্য প্রতি মেঃ টন ১৮০০/-টাকা এবং চট্টগ্রাম থেকে খাগড়াছড়ি পৌঁছানোর জন্য প্রতি মেঃ টন ১৩০০/-টাকা চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও মেঃ টন কে ঘনমিটার দেখিয়ে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

মেসার্স সাম্মী এজেন্সিস লিঃ এর সাথে ত্রাণ সামগ্রী পরিবহনের চুক্তি মোতাবেক ঢাকা থেকে খুলনায় কম্বল পরিবহন বাবদ প্রতি ঘনমিটার ১৪০০/-টাকা হারে প্রাপ্য, কিন্তু উক্ত বিলটিকে দুই ভাগে ভাগ করে ঢাকা থেকে খুলনা পরিবহনের জন্য ১৭,১৫,০০০/-টাকা এবং খুলনা জেলা থেকে খুলনা আঞ্চলিক ত্রাণ গুদাম পর্যন্ত পরিবহন দেখিয়ে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত অনিয়মিতভাবে ৪,১৬,৫০০/-টাকা স্থানীয় ভাড়া প্রদান করা হয়েছে চুক্তি মোতাবেক যা প্রাপ্য নয়।

এমএম ট্রেডার্স (নারায়ণগঞ্জ)থেকে প্রাপ্ত কম্বল দেশের বিভিন্ন জেলায় (গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, বগুড়া, নওগা, দিনাজপুর) পরিবহন কালে দুই খন্ডে বিল প্রদান করা হয়েছে। ১ম বিল এমএম ট্রেডার্স থেকে সিএসডি গোডাউন তেজগাঁও,ঢাকায় পরিবহন দেখিয়ে এবং ২য় বিলটি এমএম ট্রেডার্স (নারায়ণগঞ্জ) থেকে গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, বগুড়া, নওগাঁ ও দিনাজপুরে পরিবহন দেখিয়ে প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে বিল দুই খন্ডে বিভক্ত করে প্রাপ্যতার অতিরিক্ত ২৪,৮৫,৪৫২/- টাকা প্রদান করা হয়েছে যা প্রাপ্য নয়। চুক্তিপত্র এবং কার্যাদেশ মোতাবেক বিল পরিশোধ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্থানীয় অফিস কর্তৃক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ
- আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক। সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ
- বর্ণিত অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত ৪১,১৬,১৪৭/-(একচল্লিশ লক্ষ ষোল হাজার একশত সাতচল্লিশ মাত্র) টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ১৯ ॥

শিরোনাম ঃ **সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হতে ঢেউটিন ক্রয় না করায় ৫,৩৫,২৯,৫০৮/-টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ঢেউটিন ক্রয়ের বিল, ভাউচার, চুক্তিপত্র ও টেন্ডার ডকুমেন্ট পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, কার্যাদেশ পাওয়ার আনুষাঙ্গিক সকল যোগ্যতা থাকার পরেও ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে ঢেউটিন সরবরাহের জন্য কে ওয়াই ষ্টীলস মিলস এর পরিবেশক সোনিয়া এন্টারপ্রাইজ এবং ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে মেসার্স আঃ মতিন লিঃ এর নিকট হতে ক্রয় না করে অপেক্ষাকৃত অধিক মুল্যে (২০০৮-২০১০) পরপর দুই বছর এস আলম ষ্টীলস লিঃ এর পরিবেশক বা সরবরাহকারী মেসার্স মোঃ আবু বকর সিদ্দিক খান এর নিকট হতে অধিক মূল্যে ঢেউটিন ক্রয় করায় ৫,৩৫,২৯,৫০৮/-টাকা সরকারের ক্ষতি আর্থিক হয়েছে। (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-১৮-তে প্রদত্ত)।

২০০৮-০৯ সনে ঢেউটিন ক্রয়ের ৩০/০৩/২০০৯ তারিখের দরপত্রের তুলনামূলক বিবরণীতে দেখা যায় ৮ জন ঠিকাদার কর্তৃক দরপত্র দাখিল করা হয়। ২০/০৪/২০০৯ খ্রিঃ তারিখের দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির (TEC) কার্যাবিবরণী অনুযায়ী সর্বনিম্ন দরদাতা সোনিয়া এন্টারপ্রাইজ ও কার্যাদেশ প্রাপ্ত এস আলম ষ্টীলস লিঃ উভয়ের ক্ষেত্রেই ঢেউটিনের সাইজ এক রকম অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ২৪৩৮ মিঃমিঃ ও ২৭৪৩ মিঃ মিঃ , এবং প্রস্থ ৮০০ মিঃমিঃ এ ছাড়া সহিষ্ণুতা বেস মেটালের পুরুত্ব কমপক্ষে ০-৪০ মিঃমিঃ জিংক কোটিং জেড-২৫ঃ২৫০ গ্রাম প্রতি বর্গমিটার কমপক্ষে ০.০৪৯ মিঃমিঃ (বিডিএস ১১২২ মান অনুসারে)। সোনিয়া এন্টারপ্রাইজ এর ৮' ফুট বা ২৪৩৮ মিঃমিঃ ও ৯' ফুট বা ২৭৪৩ মিঃ মিঃ সাইজের প্রতি মেট্রিক টন এর দর যথাক্রমে ১,১২,৫৬৫/-ও ১,১৩,৯৯৫/-টাকা সাপেক্ষে এস আলম ষ্টীলস লিঃ এর একই সাইজের প্রতি মেট্রিক টনের দর যথাক্রমে ১,৪৬,০০০/-ও ১,৪৬,৫০০/-টাকা। অর্থাৎ মেসার্স সোনিয়া এন্টারপ্রাইজ এর দর সর্বনিম্ন হওয়া সত্ত্বেও মেসার্স সোনিয়া এন্টারপ্রাইজ এর নিকট হতে ক্রয় না করে এস আলম ষ্টীলস লিঃ এর নিকট হতে ক্রয় করায় উক্ত টাকা ক্ষতি হয়েছে। অনুরূপ ভাবে ২০০৯-২০১০সনেও একইভাবে সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হতে ঢেউটিন ক্রয় করা হয়নি।

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৯৮ উপ- বিধি (৩-ক) এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬-এর ধারা-৩১ উপ-ধারা (ঙ) প্রতিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্থানীয় অফিস হতে অডিটকালীন সময়ে এ বিষয়ে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক। সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৬/১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বর্ণিত অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৫,৩৫,২৯,৫০৮/- (পাঁচ কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার পাঁচশত আট মাত্র) টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ২০ ॥

শিরোনাম ঃ **মোট ৪৫,৮৫,৯০,৪২৩/- টাকার নিরীক্ষা যোগ্য রেকর্ড পত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।**

বিবরণ ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-১২ অর্থ বছরের হিসাব অডিট কালে পরিলক্ষিত হয় যে, ঢেউটিন ক্রয়ে মোট ৪৫,৮৫,৯০,৪২৩/- টাকা মূল্যের অডিট যোগ্য রেকর্ড পত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করায় আর্থিক অনিয়ম। বাংলাদেশ সংবিধানের ১২৮(১) অনুচ্ছেদ মোতাবেক অডিট যোগ্য রেকর্ড পত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন করার বিধান। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখা যায় ২০১০-১১ সন ও ২০১১-১২ আর্থিক সনে ঢেউটিন ক্রয়ে এস আলম স্টীলস লিঃ ২১১৯ আসাদগঞ্জ চট্টগ্রাম কে মোট ৪৫,৮৫,৯০,৪২৩/- টাকা পরিশোধ করা হলেও উক্ত টাকার অডিট যোগ্য রেকর্ড পত্র, বিল ভাউচার, টেন্ডার সিডিউল নথি, তুলনা মূলক বিবরণী, মজুত ও বিতরণ যোগ্য রেকর্ড পত্র, বাৎসরিক চাহিদা পত্র সহ অন্যান্য রেকর্ড পত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করায় বিপুল অংকের আর্থিক অনিয়মের আশংকা রয়েছে। বিবরণী নিম্নরূপ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সন	বরাদ্দ কৃত টাকার পরিমান	জড়িত টাকা
১	২	৩	৪	৫
১.	ঢেউটিন ক্রয়	২০১০-২০১১	২২,০০,০০০/-	২১,৮৬,১০,৯৭৮/-
২.	ঢেউটিন ক্রয়	২০১১-২০১২	২৪,০০,০০,০০০/-	২৩,৯৯,৭৯,৪৪৫/-
			৪৬,০০,০০,০০০/-	৪৫,৮৫,৯০,৪২৩/-

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্থানীয় অফিস হতে অডিট চলাকালীন সময়ে এ বিষয়ে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ
- অডিটি প্রতিষ্ঠানের আচরণ বাংলাদেশ সংবিধানের ১২৮(১) অনুচ্ছেদ এর পরিপন্থী। উল্লিখিত আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে ২৮/০৪/২০১৩ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়ার হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৬/২০১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২১/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হলেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তি মূলক জবাব পাওয় যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ
- বর্ণিত অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ২১ ॥

শিরোনাম ঃ **সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হতে কম্বল ক্রয় না করার ফলে ৩০,৫৫,৫৪৭/-টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৭-১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে কম্বল ক্রয়ের বিল/ভাউচার চুক্তিপত্র টেন্ডার ডকুমেন্ট ইত্যাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রকৃত ব্যবসায়ী ও সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট থেকে কম্বল ক্রয় না করার ফলে ৩০,৫৫,৫৪৭/-টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-১৯-তে প্রদত্ত)।

সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স পেভিং এর নিকট হতে কম্বল ক্রয় না করে কনস্ট্রাকসন ফার্ম মেসার্স কাজলা ট্রেডিং এর নিকট হতে ক্রয় করা হয়েছে। ২০১০-১২ অর্থ বৎসরে সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স পেভিং এর প্রদত্ত দর প্রতি পিস কম্বল ৩৪৯/-টাকা মূল্যে ক্রয় না করে উচ্চ মূল্যে মেসার্স কাজলা ট্রেডিং এর নিকট থেকে প্রতি পিস কম্বল ৩৬০/-টাকা দরে ক্রয় করা হয়েছে। সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট হতে ক্রয় না করে প্রতি পিস কম্বলে (৩৬০-৩৪৯) = ১১/-টাকা অধিক দরে ক্রয় করার ফলে মোট (২,৭৭,৭৭৭/- x ১১) = ৩০,৫৫,৫৪৭/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৯৮ উপ- বিধি (৩-ক) এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬, এর ধারা-৩১ উপ-ধারা (ঙ) প্রতিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ স্থানীয় অফিস হতে অডিট কালীন সময়ে এ বিষয়ে কোন জবাব অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ
- আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক। সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮/০৪/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১/০৭/২০১৩ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ
- বর্ণিত অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৩০,৫৫,৫৪৭/-(ত্রিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশত সাতচল্লিশ মাত্র) টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে উহা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ জাকির হোসেন খোন্দকার)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

বাঃসঃমুঃ-২০১৫/২০১৬-৪৪৮৬কম/এ—৭৫০ বই, ২০১৬।